দানিয়েলের বই - সংখ্যা একশো বিয়াল্লিশ

পশুর প্রতিমূর্তির গঠন: উন্মোচিত এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যাত্রা

Jeff Pippenger

2024-03-17

ঈশ্বরের লোকদের জন্য যে মহান পরীক্ষা, যা তারা সীলিত হওয়ার আগে উত্তীর্ণ হতে হবে, তা হলো পশুর প্রতিমূর্তির গঠন। সেই গঠন ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইন পর্যন্ত ঘটে। ওই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়টি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এমন এক সময়কে যখন বাইবেলের প্রতিটি দর্শন তার পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। সে সময়ে সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিংটি পরিশুদ্ধ হবে এবং চিরকাল খ্রিস্টের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করবে, কারণ খ্রিস্ট একজন প্রোটেস্ট্যান্ট।

> খ্রিস্ট ছিলেন প্রতিবাদী। তিনি ইহুদি জাতির আনুষ্ঠানিক উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন; তারা নিজেদের ক্ষতি করে ঈশ্বরের পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তারা শিক্ষা হিসেবে মানুষের আদেশ শেখায়, এবং তারা ভণ্ড ও কপট। সাদা করা সমাধির মতো তারা বাইরে থেকে সুন্দর ছিল, কিন্তু ভিতরে অপবিত্রতা ও পচনে পূর্ণ ছিল। সংস্কারকদের সূত্রপাত খ্রিস্ট ও প্রেরিতদের থেকেই। তারা বাহ্যরূপ ও আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের পৃথক করেছিল। লুথার এবং তাঁর অনুসারীরা সংস্কারিত ধর্ম উদ্ভাবন করেননি। তারা কেবল খ্রিস্ট ও প্রেরিতরা যেভাবে তা উপস্থাপন করেছিলেন, সেভাবেই তা গ্রহণ করেছিলেন। বাইবেল আমাদের কাছে যথেষ্ট দিশারী হিসেবে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পোপ ও তাঁর সহযোগীরা এটিকে জনগণের কাছ থেকে সরিয়ে দেন, যেন এটি কোনো অভিশাপ, কারণ এটি তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ দাবিকে উন্মোচিত করে এবং তাদের মূর্তিপূজাকে তিরস্কার করে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১ জুন, ১৮৮৬।

সিলের সময়, প্রোটেস্ট্যান্ট শিং শুদ্ধ ও পরিশোধিত হয়। একই সময়কালে ধর্মত্যাগী প্রজাতান্ত্রিক শিং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে যুক্ত হয়, ফলে গির্জা ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণে একটি ক্ষমতার শিং গঠিত হয়। তখন পৃথিবীর পশুর দুই শিং যথাক্রমে পশুর মূর্তি ও খ্রিস্টের মূর্তি হয়ে ওঠে। ধর্মত্যাগের শিং হলো একটি দুর্নীতিগ্রস্ত গির্জার সঙ্গে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের দ্বৈত সম্পর্ক, আর ধার্মিকতার শিং হলো ঈশ্বরত্বের সঙ্গে মানবতার দ্বৈত সম্পর্ক।

এরপর বিশ্বের মধ্যে পশুর প্রতিমা গঠিত হয়, এবং এটি একটি দ্বিবিধ পশু, যা একটি রাষ্ট্র (জাতিসংঘ) দ্বারা প্রতিনিধিত্বিত, যা পৃথিবীর পশুর ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদকে তার দশ মাথার মধ্যে প্রধান মাথা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেই পশুর ওপর, যে নারী ব্যভিচারিণীদের জননী, সে দশ রাজাযুক্ত পশুর ওপর রাজত্ব করে। সে যে পশুর পৃষ্ঠে আরোহী, তা চার্চ ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণ, যেমনটি প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে হেরোদ-এর হেরোডিয়াসের কন্যা সালোমের সঙ্গে রক্তলঙ্ঘনমূলক আত্মিক ব্যভিচারে। এবং পশুর ওপর রাজত্বকারী ওই নারীর সম্পর্কটিও চার্চ ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণ, যেখানে বিশ্বব্যাপী সেই পশুকে (যা জাতিসংঘকে প্রতিনিধিত্ব করে) গঠনকারী রাজাদের সঙ্গে রোমের ব্যভিচারিণীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। সারা বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেওয়া ওই পশুর প্রতিমায় প্রত্যেক জাতি জড়িত

হবে; সব কলুষিত শক্তি একত্রিত হবে।

> প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৩-১৪ উদ্ধৃত। 'তাদের সবার মন এক।' সর্বজনীন ঐক্যের এক বন্ধন হবে, এক মহান সঙ্গতি—শয়তানের বাহিনীর এক জোট। 'আর তারা তাদের ক্ষমতা ও শক্তি পশুর কাছে সমর্পণ করবে।' এভাবেই ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে—বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ঈশ্বরকে উপাসনা করার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে—একই স্বেচ্ছাচারী, দমনমূলক ক্ষমতা প্রকাশ পাবে; যেমনটি অতীতে পাপাসি দেখিয়েছিল, যখন তারা রোমানবাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে অস্বীকার করার সাহস দেখানোদের নিপীড়ন করেছিল।

> "অন্তিম দিনগুলোতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে, সেখানে ঈশ্বরের প্রজাদের বিরোধিতায়, যিহোভার আইনের প্রতি আনুগত্য থেকে ধর্মত্যাগ করেছে এমন সব দূষিত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে চতুর্থ আদেশের বিশ্রামদিনই হবে প্রধান বিবাদের বিষয়; কারণ বিশ্রামদিনের আদেশে মহান ব্যবস্থাদাতা নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা হিসেবে পরিচয় দেন।" সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৮, ৯৮৩।

বিশ্বব্যাপী পশুর মূর্তির সঙ্গে যুক্ত বিদ্রোহটি "সার্বজনীন" এবং "যিহোবার ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য থেকে ধর্মত্যাগ করা সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তি"কে প্রতিনিধিত্ব করে—এই সত্যটি নির্দেশ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি গঠনের অর্থ হলো ধর্মত্যাগী সব দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তির একত্রীকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্টরা ১৮৪৪ সালে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা প্রত্যাখ্যান করার সময় ধর্মত্যাগ করেছিল, এবং লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ ১৮৬৩ সালে ধর্মত্যাগ করেছিল। ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ প্রজাতন্ত্রবাদের শিঙের ভেতরের, মিথ্যা ভাববাদী দ্বারা প্রলুব্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে "ঐক্যের বন্ধন" গড়ে তুলবে, যাতে তারা তাদের রাজ্যের অর্ধেক সমর্পণ করে।

পশুর বিশ্বব্যাপী মূর্তির প্রেক্ষিতে পৃথিবীকে প্রতারিত করে মিথ্যা ভাববাদীই। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থাকা পশুর মূর্তিতে যে মিথ্যা ভাববাদী অপবিত্র হলেও ঐক্যবদ্ধ “শয়তানের বাহিনীর জোট” সৃষ্টি করে, তাকেও “মিথ্যা ভাববাদী”ই হতে হবে। পশুর বিশ্বব্যাপী মূর্তি একদিকে দ্বিবিধ, কিন্তু এটি একটি ত্রিবিধ ঐক্যও। ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা ভাববাদীর সেই ত্রিবিধ ঐক্যই পৃথিবীকে আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে প্রথম যে পশুর মূর্তি গঠিত হয়, সেখানে একটি ত্রিবিধ ঐক্য থাকা দরকার, যা একই সঙ্গে একটি দ্বিবিধ স্বরূপের পশুও। পশুর উভয় মূর্তিতেই, দ্বিবিধ স্বরূপটি হলো গির্জা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তি, যেখানে এই সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ থাকে গির্জার হাতে।

ত্রিবিধ ঐক্যটি উভয় পশুর প্রতিচ্ছবিতে প্রতিফলিত হতে হবে, তবে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে ড্রাগন, পশু এবং মিথ্যা নবীর দুটি প্রকাশরূপ দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী পশুর মূর্তির ত্রিবিধ কাঠামো আধ্যাত্মবাদ (ড্রাগন), ক্যাথলিকবাদ (পশু) এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ (মিথ্যা নবী) দ্বারা উপস্থাপিত। এ তিনটির প্রত্যেকটিরই শুধু ধর্মীয় উপাদান (আধ্যাত্মবাদ, ক্যাথলিকবাদ ও ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ) নয়, রাজনৈতিক উপাদানও আছে। ড্রাগন (তার নানাবিধ রূপে সমাজতন্ত্র), পশু (রাজতন্ত্র) এবং মিথ্যা নবী (প্রথমে প্রজাতন্ত্র, শেষে গণতন্ত্র)।

যুক্তরাষ্ট্রে যে ত্রিবিধ ঐক্য একত্রিত হয়, তা মিথ্যা নবীর দ্বারা (প্রতারণার মাধ্যমে) জোরপূর্বক একত্র করা হয়, যেমন বিশ্বব্যাপী পশুর প্রতিমূর্তির ক্ষেত্রেও তাই হয়।

প্রকাশিত বাক্যগ্রন্থে আরেকটি ত্রিবিধ ঐক্য আছে, যা অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা তিনটি ধর্মত্যাগী শক্তির দ্বারা চিহ্নিত। সপ্তদশ অধ্যায়ে ক্যাথলিক ধর্ম অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে, এবং সেটিই অতল গহ্বর থেকে আসা ত্রিবিধ ঐক্যের পশু।

> তুমি যে পশুটিকে দেখেছিলে, তা ছিল, আর নেই; এবং তা অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে এবং বিনাশে যাবে; আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা বিস্মিত হবে—যাদের নাম জগতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবনের পুস্তকে লেখা হয়নি—যখন তারা সেই পশুটিকে দেখবে, যা ছিল, আর নেই, তবু আছে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:৮।

নাস্তিকতার ড্রাগনের শক্তি একাদশ অধ্যায়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে।

> আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্যদান শেষ করবে, তখন অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা পশু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাদের পরাস্ত করে হত্যা করবে। প্রকাশিত বাক্য ১১:৭।

ইসলামের মিথ্যা নবী নবম অধ্যায়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে।

> আর পঞ্চম স্বর্গদূত তূর্যধ্বনি করলেন; আমি দেখলাম, একটি নক্ষত্র স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পড়ে গেল; এবং তাকে দেওয়া হলো অতল গহ্বরের চাবি। সে অতল গহ্বরটি খুলল; আর সেই গহ্বর থেকে ধোঁয়া উঠল, যেন এক মহান ভাটার ধোঁয়া; এবং গহ্বরের ধোঁয়ার কারণে সূর্য ও বায়ু অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই ধোঁয়ার মধ্য থেকে পঙ্গপাল বেরিয়ে এল পৃথিবীর উপর; এবং তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হলো, যেমন পৃথিবীর বিচ্ছুদের ক্ষমতা আছে। প্রকাশিত বাক্য ৯:১-৩।

স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে অতল গহ্বর খুলে দেওয়া নক্ষত্রটি ছিল মিথ্যা নবী মুহাম্মদ; এবং যখন তিনি গহ্বরটি খুললেন, তখন তিনি "পঙ্গপাল" হিসেবে প্রতীকায়িত ইসলামি যোদ্ধাদের শেষ কালের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিবরণে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। অতল গহ্বরের ত্রিবিধ ঐক্যে একটি ড্রাগন (নাস্তিকতা), একটি পশু (ক্যাথলিক ধর্ম), এবং একটি মিথ্যা নবী (ইসলাম) রয়েছে। পশুর বিশ্বব্যাপী প্রতিমূর্তিতে মিথ্যা নবী হলো ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ। সেই মিথ্যা নবী সালোমের প্রলোভনসঙ্কুল নৃত্য, অথবা কার্মেল পর্বতে বালের নবীদের নৃত্যের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, সে পশুর সম্মুখে যে অলৌকিক কাজ করে, তার দ্বারা বিশ্বকে প্রতারিত করে। প্রতারণার সেই প্রতীকী উপস্থাপনাগুলি অর্থনৈতিক চাঁদাবাজির বল ও সামরিক শক্তিকে নির্দেশ করে।

> আর সে মহা আশ্চর্য কাজ করে, এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে আগুন পৃথিবীতে নামায়, এবং পশুর সামনে যে অলৌকিক কাজগুলি করার ক্ষমতা তার ছিল, সেগুলির দ্বারা সে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতারণা করে; পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের বলে যে তারা যেন সেই পশুর একটি মূর্তি তৈরি করে—যে পশুটি তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়েছিল, তবু বেঁচে উঠেছিল। আর তার কাছে পশুর মূর্তিকে প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, যাতে পশুর মূর্তি কথা বলে, এবং যেন যারা পশুর মূর্তিকে উপাসনা করবে না, তাদের হত্যা করা হয়। আর সে সকলকে—ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-দাস—তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন গ্রহণ করায়; এবং যাতে কেউ কিনতে বা বিক্রি করতে না পারে, কেবলমাত্র যার কাছে সেই চিহ্ন, বা পশুর নাম, বা তার নামের সংখ্যা আছে, সে ছাড়া। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩-১৭।

মিথ্যা নবীর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতারণা ও অলৌকিক ঘটনাগুলো আসলে অর্থনীতি দ্বারা সৃষ্ট শক্তি (যাতে কেউ কিনতে বা বিক্রি করতে না পারে) এবং সামরিক শক্তি (হত্যা করা

হবে)—এই দুটিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। বাইবেলে ইসলামের মিথ্যা নবী জাতিসমূহকে ক্রুদ্ধ ও বিপর্যস্ত করার ইসলামের কাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। তারা যুদ্ধের মাধ্যমে এই ক্রুদ্ধ ও বিপর্যস্ত করার কাজ সম্পন্ন করে, এবং বাইবেলে চিহ্নিত করে যে তাদের সেই যুদ্ধের ফলে পাল্টা অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ইসলামের যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই সেই ইস্যু যা যুক্তরাষ্ট্রে "যিহোবার আইনের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করেছে এমন সব দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তিকে" একত্রিত করে।

ক্রুশের কাছে, সদুকীরা ও ফারিসীরা সম্পূর্ণভাবে "যিহোবার আইনের প্রতি আনুগত্য থেকে ধর্মত্যাগ করেছিল," যখন তারা সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিংকে ক্রুশবিদ্ধ করতে একত্রিত হয়েছিল। খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা Barabbas-কে বেছে নিল, যিনি এক মিথ্যা খ্রিষ্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। "Bar," অর্থ পুত্র, এবং "Abba," অর্থ পিতা। "Barabbas" অর্থ "পিতার পুত্র"। খ্রিষ্ট সকল নবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং Barabbas এক মিথ্যা নবীর প্রতীক ছিলেন।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময়ে পৃথিবী থেকে উত্থিত জন্তুটির দুই শিং তাদের চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রকাশের পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। একটি খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যটি জন্তুর প্রতিমূর্তির। যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই দুই শিং নিজেদের প্রকাশ করে, সেখানে ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের মাধ্যমে বিপথগামী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ আসন্ন রবিবার আইনের দিকে তার যাত্রা শুরু করেছিল। সেই মাইলফলকটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যা সূচনায় মেষশাবকের মতো কথা বলেছিল, কারণ তা রাজশক্তি ও পোপীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিল। আর এর সমাপ্তিতে যার সঙ্গে এটি সাযুজ্যপূর্ণ (প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট), তা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের দমনকে প্রকাশ করে।

সীল করার সময়ে দুটি শিংয়ের যাত্রার দ্বিতীয় পথচিহ্নটি শুরুতে সংবিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, যা দুটি ক্ষমতার পৃথকীকরণকে বিধিবদ্ধ করেছিল—এটাই পৃথিবীর পশুর শক্তি। সেই পথচিহ্নটি শেষে তার সমান্তরালে পৌঁছায়, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির শুনানিগুলোর "Kangaroo Court"-এর মাধ্যমে, যেখানে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের খাতিরে সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

দুই শিংয়ের যাত্রার সমাপ্তিপর্বের শেষ মাইলফলক হলো শিগগির আসতে চলা রবিবার আইন, যা তার সূচনালগ্নে Alien and Sedition Acts দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। অতএব, প্রারম্ভিক ইতিহাসের তিনটি মাইলফলক চিহ্নিত করেছিল যে, মেষশাবক (1776) দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি—যা সত্যিকারভাবে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ—থেকে ড্রাগনের দাসত্ব (1798)-এ একটি রূপান্তর ঘটেছিল।

মোহরকরণের সময়ের তিনটি পথচিহ্ন পৃথিবী থেকে ওঠা জন্তুর চূড়ান্ত যাত্রাকে চিহ্নিত করে, যে হলো মিথ্যা নবী। সে যাত্রার অবসান ঘটে যিরূশালেমে, যখন পতাকা উত্তোলিত হবে, এবং তখন অনেকেই বলবে, "এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে উঠি; তিনি আমাদের তাঁর পথ শিক্ষা দেবেন, এবং আমরা তাঁর পথে চলব; কারণ সিয়োন থেকে বিধি নির্গত হবে, এবং যিরূশালেম থেকে প্রভুর বাক্য নির্গত হবে।"

পৃথিবীর পশুর শেষে তিন-ধাপের যাত্রা হলো যিরূশালেমগামী এক মিথ্যা নবীর যাত্রা। যখন সত্য নবী এসে যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি গাধার পিঠে চড়েই তা করেছিলেন। পৃথিবীর পশুও 'গাধা'য় চেপে যিরূশালেমে প্রবেশ করে, কারণ মিথ্যা নবী (অর্থাৎ পৃথিবীর পশু) হিসেবে

তাকে বিলাম প্রতিনিধিত্ব করে। খ্যাতি ও ধন-সম্পদের সন্ধানে বিলাম সত্য নবী হওয়ার আহ্বান থেকে সরে গিয়ে 'যিহোবার বিধির প্রতি আনুগত্য থেকে ধর্মত্যাগ' করেছিল। ঈশ্বরের লোকদের অভিশাপ দেওয়ার কাজে অংশ নিতে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেমন শিগগির আসন্ন রবিবারের আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্র করবে।

বিলআমের যাত্রা গাধার পিঠে চড়ে সম্পন্ন হয়েছিল, এবং যাত্রাপথে তিনবার উল্লেখ আছে যে বিলআমের গাধা বিলআমের ক্লেশের কারণ হয়েছিল। প্রথমবার গাধাটি পথ থেকে সরে গিয়েছিল।

> আর গাধাটি প্রভুর স্বর্গদূতকে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, আর তার হাতে খোলা তলোয়ার ছিল; আর গাধাটি পথ থেকে সরে মাঠে চলে গেল; আর বিলাম গাধাটিকে প্রহার করল, তাকে আবার পথে ফেরাতে। গণনাপুস্তক ২২:২৩।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, তৃতীয় বিপদের ইসলাম—বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বন্য আরবীয় গাধা—বালামকে পথ থেকে সরিয়ে দিল, কারণ যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো ধসে পড়ল, সেটি জাতিসমূহ ও গির্জার ইতিহাসে এক "সন্ধিক্ষণ" ছিল। পথে দাঁড়িয়ে থাকা সেই স্বর্গদূত ছিলেন সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূত, যিনি তখন তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করতে নেমে এসেছিলেন। সেই গাধা আবারও বালামের দুঃখের কারণ হবে।

> কিন্তু প্রভুর দূত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একটি পথে দাঁড়ালেন; এই পাশে এক প্রাচীর, আর ওই পাশে আরেক প্রাচীর ছিল। গাধাটি যখন প্রভুর দূতকে দেখল, তখন সে নিজেকে প্রাচীরের দিকে ঠেলে দিল এবং বালামের পা প্রাচীরের সঙ্গে চেপে দিল; আর বালাম আবার তাকে মারল। গণনা ২২:২৪, ২৫।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর ঈশ্বরের লোকদের "দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গান"-এর বার্তা (যিশাইয়াহ অধ্যায় সাতাশ) গাওয়ার কথা ছিল, যা বর্তমানে বিলআমের অবস্থান: এক পাশে একটি "প্রাচীর", আর অন্য পাশে একটি "প্রাচীর"। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তের প্রাচীরটি সেই বিষয়, যা তৃতীয় ও চূড়ান্ত মাইলফলকে "গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের প্রাচীর" পতনের পূর্বসূরি। দক্ষিণ সীমান্তের ওই "প্রাচীর"-সংক্রান্ত বিষয়েই বিলআমের "পা" পিষে যায়, কারণ অভিবাসন নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধের পুনরাবৃত্তির পূর্বেই পৃথিবীর জন্তুকে দুটি পরস্পরবিরোধী দলে ভাগ করতে শুরু করে।

দুই দেয়ালের মাঝের ইতিহাস হলো ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৮ সালের সংবিধানের মাইলফলক দ্বারা উপস্থাপিত ইতিহাস, যা ২০১5 সালের ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করেছিল, যখন ট্রাম্প 'দেয়াল নির্মাণ'-এর ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদে তাঁর প্রচারাভিযান ঘোষণা করেন, এবং যা চলবে শিগগির আসতে থাকা রবিবার আইন গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের দেয়ালটি অপসারণ করা পর্যন্ত।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর, বিল্আম দ্বারা প্রতীকায়িত পৃথিবীর জন্তুটি বিভক্ত হতে শুরু করল। বিল্আমের দুই প্রাচীরের বিভাজন পৃথিবীর জন্তুর উভয় শিঙের মধ্যে দুই শ্রেণির বিচ্ছেদকে নির্দেশ করে, যা ২০১৬ সালে ট্রাম্পের নির্বাচন, ২০২০ সালে দুই সাক্ষীর মৃত্যু, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির পেলোসি-র বিচারসমূহ, ২০২৩ সালে দুই সাক্ষীর পুনরুজ্জীবন, এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ গাধা কর্তৃক বিল্আমকে পঙ্গু করে দেওয়া—এসবের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে।

বিলআমের যাত্রার শেষ মাইলফলক হলো যখন গাধা 'কথা বলে', এবং সেটি হলো শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলে, যেখানে প্রকাশিত বাক্য আঠারোর স্বর্গদূত দ্বিতীয়বার কথা বলে, এবং যেখানে যে হাবাকূকের দর্শন বিলম্ব করেছিল তা কথা বলে। বিলম্বিত সেই দর্শনটি ছিল তৃতীয় হায়-এর ইসলামের দর্শন, এবং রবিবারের আইন শীঘ্র আসার সময় তা নিজের বুনো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এক বুনো গাধার মতো কথা বলে।

> আর প্রভুর দূত আরও এগিয়ে গিয়ে একটি সংকীর্ণ স্থানে দাঁড়ালেন, যেখানে ডানে বা বামে ফিরবার কোনো পথ ছিল না। আর গাধী যখন প্রভুর দূতকে দেখল, তখন সে বিলামের নিচে বসে পড়ল; আর বিলামের ক্রোধ জ্বলে উঠল, এবং সে লাঠি দিয়ে গাধীকে মারল। তখন প্রভু গাধীর মুখ খুলে দিলেন, আর সে বিলামকে বলল, আমি তোমার বিরুদ্ধে কী করেছি, যে কারণে তুমি আমাকে এই তিনবার মেরেছ? বিলাম গাধীকে বলল, কারণ তুমি আমাকে উপহাস করেছ; আমার হাতে যদি একটি তলোয়ার থাকত, তবে এখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম। গাধী বিলামকে বলল, আমি কি তোমারই গাধী নই, যার ওপর তুমি যেদিন থেকে আমি তোমার হয়েছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত চড়ে আসছ? আমি কি কখনও তোমার প্রতি এমন করেছি? সে বলল, না। তারপর প্রভু বিলামের চোখ খুলে দিলেন, আর সে দেখল যে প্রভুর দূত পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে খোলা তলোয়ার; তখন সে মাথা নোয়াল এবং মুখ থুবড়ে পড়ল। গণনাপুস্তক ২২:২৬-৩১।

পশুর একটি বিশ্বব্যাপী মূর্তি স্থাপনের জন্য যে মিথ্যা নবী বিশ্বকে প্রতারিত করে, সে হলো যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে পশুর মূর্তি গঠনের যে সময়কাল, সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বয়ে নিয়ে যায় মিথ্যা নবী, যার প্রতীক বালামের গাধা। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিল করার সময়, যুক্তরাষ্ট্রের সব সেই দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তিকে গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে একত্রিত হতে বাধ্য করে যে মিথ্যা নবী, সে হলো তৃতীয় হায়-এর ইসলাম।

এটি যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক পতনের মাধ্যমে নিজের কাজ সম্পন্ন করে। এই দুই বৈশিষ্ট্যই সেই একই শক্তি, যা যুক্তরাষ্ট্রের মিথ্যা নবী ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বকে বাধ্য করতে, যাতে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রে অতল গহ্বরের মিথ্যা নবী যে কাজটি করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি করে।

যুক্তরাষ্ট্র এখন দুটি 'দেয়াল'-এর মধ্যে রয়েছে: একদিকে রয়েছে দেয়াল (অভিবাসন) বিষয়, যা ছিল ১৭৯৮ সালের এলিয়েন ও সেডিশন আইনসমূহের কেন্দ্রবিন্দু; অন্যদিকে রয়েছে চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের দেয়াল, যা শিগগিরই আসতে চলা রবিবারের আইনে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলা হবে। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই আর্থিকভাবে পঙ্গু, কারণ এর জাতীয় ঋণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আর সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ড্রাগনের শক্তি বর্তমানে একটি মিথ্যা আর্থিক পূর্বাভাসকে টিকিয়ে রাখছে, কিন্তু 'মুদ্রণযন্ত্র দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি হয়'—এই দাবিটি আসলে মিথ্যা; সবশেষে, বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ড্রাগন তো মিথ্যাবাদীই। সে তার মিথ্যাকে ছড়িয়ে দেয় হিটলারের বিখ্যাত প্রচারযন্ত্রের আধুনিক রূপের মাধ্যমে; ফলে এলিয়েন ও সেডিশন আইনসমূহের চতুর্থ উপাদানটি পুনরাবৃত্তির জন্য যুক্তি তৈরি হয়, যা প্রেসিডেন্টকে তার ধারণার বিরোধিতা করা যে কোনো গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিল।

যীশু সবসময় কোনো বিষয়ের শেষকে তার শুরুর মাধ্যমে চিত্রিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তিকে অবশ্যই বিশ্বব্যাপী পশুর মূর্তির মতোই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে—এবং তা-ই করে; কিন্তু পৃথিবী-পশুর মিথ্যা নবীর ভেতরে যে দুর্নীতিগ্রস্ত জোটের জন্ম দেয়, সেই প্রতারণা হলো ইসলামের মিথ্যা নবী। বালাম এবং গাধা উভয়ই মিথ্যা নবীদের

প্রতীক। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার ইতিহাসই হলো তিনটি অতল গহ্বরের শক্তির ইতিহাস। অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা ইসলাম হলো ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর প্রথম পথচিহ্ন। অতল গহ্বরের নাস্তিক্যবাদ ২০২০ সালে দুই সাক্ষীকে হত্যা করতে উঠে দাঁড়ায়, এবং অতল গহ্বরের ক্যাথলিক ধর্ম শীঘ্র আগত রবিবার আইনের সময়ে তার মৃত্যুদশা থেকে উঠে আসে।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> পৃথিবী উন্নতি করছে না। দুষ্ট মানুষ ও প্রলুব্ধকারীরা ক্রমে ক্রমে আরও অধঃপতিত হবে, প্রতারণা করবে এবং নিজেরাও প্রতারিত হবে। একমাত্র সত্য ঈশ্বরের ব্যক্তমূর্তি—যিনি মহত্ত্ব, করুণা ও অক্লান্ত প্রেমে পরিপূর্ণ ছিলেন, যাঁর হৃদয় সর্বদা মানুষের দুঃখে আন্দোলিত হত—ঈশ্বরের সেই পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর পরিবর্তে এক খুনিকে বেছে নিয়ে, ইহুদিরা দেখাল যে, যখন ঈশ্বরের আত্মার নিবর্তনকারী শক্তি অপসারিত হয় এবং মানুষ ধর্মত্যাগীর নিয়ন্ত্রণে পড়ে, তখন মানব প্রকৃতি কী করতে পারে এবং করবে। যারা শয়তানকে তাদের শাসক হিসেবে বেছে নেয়, তারা তাদের নির্বাচিত প্রভুর আত্মা প্রকাশ করবে।
>
> ঈশ্বর তাঁর স্থান থেকে বেরিয়ে এসে জগতের অন্যায়ের দণ্ড দিতে না আসা পর্যন্ত জগতের উন্নতি হবে না। তখন পৃথিবী তার রক্ত প্রকাশ করবে এবং আর তার নিহতদের ঢেকে রাখবে না। যিশু খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করেছিলেন, 'সাবধান, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে। কারণ অনেকে আমার নামে এসে বলবে, "আমি খ্রিষ্ট"; এবং তারা অনেককে প্রতারণা করবে। আর তোমরা যুদ্ধের খবর ও যুদ্ধের গুজব শুনবে; বিচলিত হয়ো না; কারণ এসব ঘটতেই হবে, কিন্তু শেষ তখনও নয়। কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে; এবং নানান স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হবে। এসবই দুঃখের শুরু। তখন তারা তোমাদের নির্যাতনের জন্য সমর্পণ করবে এবং হত্যা করবে; আর আমার নামের কারণে তোমরা সব জাতির কাছে ঘৃণিত হবে। তখন অনেকেই বিশ্বাসচ্যুত হবে, পরস্পরকে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং পরস্পরকে ঘৃণা করবে। অনেক মিথ্যা নবী উঠবে এবং অনেককে প্রতারণা করবে। আর অন্যায় বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেকের ভালোবাসা শীতল হয়ে যাবে। কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকবে, সেই-ই উদ্ধার পাবে।'
>
> যখন খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন পৃথিবী বরাব্বাকেই বেশি পছন্দ করেছিল। আর আজও পৃথিবী ও গির্জাসমূহ সেই একই পছন্দ করছে। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রত্যাখ্যান এবং খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দৃশ্যাবলি পুনরাভিনীত হয়েছে, এবং আবারও বিশাল পরিসরে পুনরাভিনীত হবে। মানুষ শত্রুর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ হবে, আর তার বিভ্রান্তিগুলো তাদের মধ্যে প্রবল ক্ষমতা অর্জন করবে। যতখানি আলো প্রত্যাখ্যাত হবে, ঠিক ততখানিই ভুল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। যারা খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করে বরাব্বাকে বেছে নেয়, তারা ধ্বংসাত্মক প্রতারণার অধীনে কাজ করে। ভ্রান্ত উপস্থাপন ও মিথ্যা সাক্ষ্য ক্রমে প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হবে। চোখ যখন দুষ্ট, তখন সমগ্র দেহ অন্ধকারে পূর্ণ হবে। যারা খ্রিস্ট ছাড়া অন্য কোনো নেতার কাছে তাদের স্নেহ অর্পণ করে, তারা দেখবে যে দেহ, প্রাণ ও আত্মাসহ তারা এমন এক মোহের নিয়ন্ত্রণে পড়েছে, যা এতটাই মুগ্ধকর যে তার প্রভাবে মানুষ সত্য শোনা থেকে সরে গিয়ে মিথ্যাকে বিশ্বাস করতে থাকে। তারা ফাঁদে পড়ে বন্দী হয়, এবং তাদের প্রতিটি কাজে তারা যেন চিৎকার করে বলে, বরাব্বাকে আমাদের জন্য মুক্ত করে দাও, কিন্তু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করো।

এমনকি এখনো এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ক্রুশে যে দৃশ্যগুলো ঘটেছিল, সেগুলো আবারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যে সব গির্জা সত্য ও ধার্মিকতা থেকে সরে গেছে, সেখানে প্রকাশ পাচ্ছে—যখন ঈশ্বরের প্রেমে আত্মার স্থায়ী নীতি নয়, তখন মানবস্বভাব কী করতে পারে এবং কী করবে। এখন যা কিছু ঘটতে পারে, তাতে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ভয়াবহতার কোনো বিকাশে আমাদের বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যারা তাদের অপবিত্র চরণতলে ঈশ্বরের বিধিকে পদদলিত করে, তাদের মধ্যে সেই একই আত্মা কাজ করে, যা ছিল তাদের মধ্যে যারা যিশুকে অপমান করেছিল ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিবেকের কোনো গ্লানি ছাড়াই তারা তাদের পিতা শয়তানের কাজই করবে। তারা সেই প্রশ্নই করবে, যা ইহুদার বিশ্বাসঘাতক ঠোঁট থেকে বেরিয়েছিল: 'আমি যদি যিশু খ্রিস্টকে তোমাদের হাতে তুলে দিই, তবে তোমরা আমাকে কী দেবে?' এমনকি এখনো তাঁর সাধুদের ব্যক্তিতে খ্রিস্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৩০ জানুয়ারি, ১৯০০।